একক ২ ❐ বর্গীকরণ : জ্ঞান ও প্রসঙ্গো

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা
২.২ জ্ঞানের প্রকারভেদ
২.৩ প্রতীত ব্যাপারের প্রকারভেদ
২.৪ বর্গ বা ক্যাটিগরি
২.৫ ফ্যাসেট
২.৬ বর্গীকরণ পদ্ধতি
২.৭ জ্ঞানের ঐক্য
২.৮ বিশ্বজ্ঞান
২.৯ অনুশীলনী
২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা

শংকরাচার্য রজ্জুতে সর্প দেখার উদাহরণ দিয়ে তাঁর 'মায়াবাদ' বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। রজ্জু দেখে আমরা যখন সর্প বলে মনে করি তখন স্পষ্টতর প্রতীয়মান হয় যে ইন্দ্রিয় সব সময়ে ঠিক জ্ঞান দেয় না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞান হলেই যে যথার্থ জ্ঞান হবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ভারতীয় দর্শনে বস্তুর এই যথাযথ জ্ঞানকে বলে প্রমা বা স্থির প্রতীতি। জ্ঞান তার মূলে অবস্থিত বস্তুটির অভিব্যঞ্জক হলেই তা প্রমাজ্ঞান হবে। কোনো বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোনো এক বিশেষ প্রকারের অনুভব বা অবধারণকে আমরা সাধারণত জ্ঞান বলে থাকি। প্রমাজ্ঞান স্বপ্রকাশ্য বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিষয় কী এ প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দেওয়া যেতে পারে।

যেমন : ১. ইঁদুর

২. পোষা ইঁদুরের য-

৩. বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডারের বসবাসকারী ইঁদুরের সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য : ঘনত্ব সম্পর্কিত

৪. প্রাণীবিদ্যা

প্রথম তিনটির মধ্যে জটিলতার তারতম্য অনুযায়ী প্রভেদ। জ্ঞানের হিসেবে জগতের একটি প্রতীত ব্যাপারের দিকেই এরা অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। সেদিক থেকে এরা সদৃশ। কিন্তু প্রাণীবিদ্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জগতের কোনো নির্দিষ্ট প্রতীত বস্তুর নাম এখানে নেই। কাজেই বিশ্বসংসারকে প্রতীত বস্তুতে বিভাজন করা এবং সেই সূত্রে জ্ঞানের প্রকারভেদ নির্দেশিত হওয়া দরকার।

২.২ জ্ঞানের প্রকারভেদ

জ্ঞান দ্বিবিধ। একটি হল প্রত্যক্ষ, অন্যটি পরোক্ষ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গো জ্ঞানের বিষয়ের স্বাভাবিক সংযোগ হলে

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং গ্রাহ্য বিষয়ের সম্পর্কজনিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়। জিজ্ঞাসু তার সঞ্চিত জ্ঞানের দ্বারাই অর্জন করে নূতন জ্ঞান।

দার্শনিকরা মাথা ঘামান জ্ঞানের প্রকারভেদ নিয়ে। এ মর্মে অনুসৃত হয় বিভিন্ন নীতি। যেমন জ্ঞাতার দিক থেকে ভাগ করলে পাওয়া যায়ঃ পাশবিক জ্ঞান, মানবিক জ্ঞান, ও ঐশী জ্ঞান। জ্ঞানলাভের উপরের দিক থেকে ভাগ করলে পাওয়া যায় বিভিন্ন সূত্রঃ সংবেদন, যুক্তি, স্মৃতি, সংজ্ঞা। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পাওয়া যায়ঃ ব্যবহারিক, বৌদ্ধিক, প্রমোদী এবং আধ্যাত্মিক।

২.৩ প্রতীত ব্যাপারের প্রকারভেদ

বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামান প্রতীত ব্যাপারের প্রকারভেদ নিয়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বন্দী থেকে। দার্শনিকদের মতো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামগ্রিক চেহারাটি চান না। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক হলেন বিশেষজ্ঞ। বিশ্বব্যাপারের একটি ছোট্ট পরিসরের মধ্যেই তাঁদের আনাগোনা। এই সীমিত পরিসরের মধ্য থেকেই বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই আশ্রয় নেয় বর্গীকরণের। প্রাণীবিদ্যা প্রাণীর বর্গীকরণ করে, উদ্ভিদবিদ্যা উদ্ভিদের, ভূতত্ত্ব প্রস্তরের, ভেষজ বিজ্ঞান অসুখবিসুখের, সমাজবিজ্ঞান মনুষ্যগোষ্ঠীর—এইভাবে চলে বর্গীকরণের ক্রিয়াকলাপ। গ্রন্থাগারে গ্রন্থ বর্গীকরণে প্রচলিত সবরকমের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই কাজে লাগানো হয়। তার অর্থ এই নয় যে গ্রন্থাগারে বর্গীকরণ উল্লিখিত সমস্ত রকমের বর্গীকরণের সংহিতামাত্র। তা নয়, বরং আরও বেশি কিছু।

২.৪ বর্গ বা ক্যাটিগরি (Category)

প্রতীত বস্তুপুঞ্জের সাধারণ শ্রেণীগুলিকে ক্যাটিগরি বলা হয়। শ্রেণী ও বর্গ কথাদুটি প্রাত্যহিক ব্যবহারে সমার্থক। কিন্তু শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে ক্যাটিগরি সাধারণ শ্রেণীর নির্দেশক। প্রধান প্রধান ক্যাটিগরিগুলি অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। অধিকাংশ লোকই বস্তুপুঞ্জের ক্যাটিগরি সম্পর্কে সচেতন। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপারে মৌল বর্গগুলির স্বরূপ ও সংখ্যা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। এখনও পর্যন্ত এ প্রচেষ্টায় দার্শনিকরা অক্লান্ত। বিভিন্ন প্রতীত বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি অনুধাবন করা জ্ঞানের বর্গীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। প্রতীত ব্যাপারে বিশ্লেষণে আধুনিক শ্রেণীকরণতত্ত্বে ক্যাটিগরি হল গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান। আর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বর্গসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা। বস্তু ও তার গুণের মধ্যে একরকম সম্পর্ক, বস্তু ও তার কাজের মধ্যে আর এক রকম সম্পর্ক—এরকম বহুতর দৃষ্টান্তের অবতারণা সম্ভব। এ ছাড়া, যুক্তিবিজ্ঞানের জাতি-উপজাতি সম্পর্কের কথাও স্মরণীয়। জাতি উপজাতির উপর অধিষ্ঠিত ; উপজাতি জাতির অধীন। একই জাতির অধীন উপজাতিগুলি সমপদস্থ। এ সম্পর্কে অনেক সময় সমগ্র ও তার অংশের বা শ্রেণী ও তার সদস্যের সঙ্গে একার্থক বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি।

২.৫ ফ্যাসেট

যে বর্গগুলি জ্ঞানরাজ্যের সমগ্র বা বৃহৎ অংশকে আলোকিত করে তাকে বলে মৌল বর্গ। বিশেষ কোনো বর্গ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 'ফ্যাসেট' কথাটি। যেমন কৃষি বর্গের ব্যক্তিবর্গের ফ্যাসেট। কোনো ফ্যাসেট সুসংজ্ঞিত হয়

বিভাজনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা। 'কৃষি' বর্গের ব্যক্তিত্বের ফ্যাসেটের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ধান, গম, যব, ইত্যাদি। কারণ এগুলির মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান।

অন্যভাবে ব্যাপারটি বিশদ করা যেতে পারে। শ্রেণীকরণ পদ্ধতির সাধারণ কাঠামো প্রসঙ্গে 'ক্যাটেগরি' শব্দটির ব্যবহার সিদ্ধ। কাটেগরি ভেঙ্গে যেমন, বিভিন্ন বর্গ কল্পিত হয় তখন বলা হয় 'ফ্যাসেট'। 'ফ্যাসেট' বর্গের অন্তর্গত এ কথা না বলে বিষয়ান্তর্গত বলার পক্ষে রঙ্গনাথনের রায়। উদাহরণস্বরূপ '২০০৪ সালের ভারতীয় রেলবিভাগের অর্থনীতি' নামক গ্রন্থখানির বিষয়বিশ্লেষণের কথা বলা যায়। এখানে 'অর্থনীতি' মুখ্যবর্গ ফ্যাসেট, রেলবিভাগ ব্যক্তিত্ব ফ্যাসেট, ভারত স্থান ফ্যাসেট আর ২০০৪ সাল কাল ফ্যাসেট। প্রয়োগের সময় উভয় অর্থেই যদি প্রযুক্ত হয় তাহলে ফ্যাসেট কথাটি নিয়ে অর্থবিভ্রাট নাও হতে পারে।

২.৬ বর্গীকরণ পদ্ধতি

জ্ঞানের সমস্ত ধারণা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক-বিধৃত পূর্ণাঙ্গ একটি মানচিত্রই বর্গীকরণ পদ্ধতি বা প্রণালী। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি রূপায়িত হয়। এই মর্মে ই. সি. রিচার্ডসনের কার্যকরী শ্রেণীবিভাগটি উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমেই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, হিসেবে পদ্ধতিগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। আবার তাত্ত্বিকের মধ্যে পরিকল্পিত হয়েছে তিনটি ভাগ :

১. দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, যা অমূর্তভাবে আলোচনা করে বিজ্ঞানের বা বস্তুসমূহের ক্রম।

২. শিক্ষাগত বা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়কে স্মরণ রেখে সংগঠিত।

৩. বিশ্ববিদ্যাদায়ক বা কোষজাতীয়, যার সঙ্গে শিক্ষাগত ব্যাপারের নিকট সম্পর্ক বর্তমান। তবে এখানে থাকে কিছু তথ্য এবং পরিলেখ। গোড়ার দিককার বিশ্বকোষগুলি জ্ঞানের বর্গীকরণ অনুসরণে সুবিন্যস্ত। কিন্তু আধুনিক বিশ্বকোষে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় তা অনেক পরিমাণে ছাড়াছাড়া ও সঙ্গতিবিহীন।

ব্যবহারিক পদ্ধতিকেও রিচার্ডসন দু'ভাগ করেছেন। প্রথমটি গ্রন্থাগারের শেল্‌ফে এই সাজিয়ে রাখবার কাজে ব্যবহৃত হবার জন্য। রিচার্ডসন একে বলেছেন 'বিবলিওগ্রাফিক'। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি অধিক নমনীয় বা পরিবর্তন পরিবর্ধনের পক্ষে অনুকূল। এই দুই কাজকেই বোঝাতে গিয়ে সাম্প্রতিককালে 'বিবলিওগ্রাফিক' কথাটিই সমধিক কার্যকরী বলে স্বীকৃত।

২.৭ জ্ঞানের ঐক্য

জ্ঞানের ঐক্য এক বিতর্কিত বিষয়। জ্ঞানের বহুতর বিভাগ বা শাখা করার অর্থ এই নয় যে, জ্ঞানের ঐক্যও হয় গেল স্বীকৃত। এ কথা নিশ্চিত করে কখনোই বলা যায় না যে, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমবায়ে বাস্তবের পূর্ণাঙ্গ এবং বিস্তৃততর চিত্র বিশদ হতে পারে। আমেরিকার এক বিখ্যাত দার্শনিকের নাম হল জে.এইচ. র‍্যানডাল (J. H. Randall)। তিনি জ্ঞানের জন্য বিশ্ব (World for knowledge) এক জ্ঞানবিশ্ব (World of knowledge) কথা দুটির সুন্দর পার্থক্য করেছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে মরমিয়াবাদী এবং বৈজ্ঞানিক উভয় পক্ষই বিশ্ব ঐক্যের ধারণাকেই সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতই আমরা দেখতে পাই বিশ্ব সম্পর্কে পৃথক পৃথক জ্ঞানপুঞ্জের অস্তিত্ব।

যাঁরা জ্ঞানের বর্গীকরণে প্রয়াসী তাঁদের উদ্দেশ্য জ্ঞানের বিচিত্র রূপের পারস্পরিক সম্পর্ককে যথাসম্ভব বিশদ করে তোলা। জ্ঞানের একটি মৌল শাখার বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যে এটি সম্পন্ন করা সহজতর। যেমন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। কিন্তু মৌল শাখা বা বিভাগগুলির মধ্যে এ কাজ ততটা সহজ নয়। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের মধ্যে কী সম্পর্ক সেটি উদ্ভাসিত করে তোলার চেয়ে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সম্পর্ককে বিশদ করে তোলা অনেক সহজ।

বিষয়ভিত্তিক বিশদীকরণ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য দৃষ্টিকোণ। যেমন বিভিন্ন যুগ। এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে ভারত, চীন এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে একটি সংহতিসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যেও রয়ে গেছে বিশেষ বিশেষ কালপর্ব বা যুগ। সেখানে জ্ঞানের ছকের মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক বিভিন্নতা।

২.৮ বিশ্বজ্ঞান

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানচর্চার ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করে 'বিশ্বজ্ঞান' কথাটি প্রযুক্ত। এ চর্চার সূত্রপাত ঘটান রঙ্গানাথন। এ মর্মে ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তার বৃহত্তম অর্থ পরিধিকেই স্মরণ রেখে। যেসব শাস্ত্র-জগৎ ব্যাপারকে বিশদ করে বা যেসব ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভুবন সৃষ্টি হচ্ছে—এ সবই 'জ্ঞান' কথাটির আওতাভুক্ত। একদিকে যেমন রয়েছে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস অন্যদিকে তেমনি রয়েছে শিল্পকলা এবং অন্যান্য বৃত্তিসমূহের কথা। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এই বিশ্বজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। সেসব কাজ বৈজ্ঞানিকের, ঐতিহাসিকের এবং দার্শনিকের। গ্রন্থাগারিককে এইসব সম্পর্কে আগ্রহী হতে হবে। কেননা, এইসব জ্ঞানবীরদের অবদানের উপর নির্ভর করে গ্রন্থাগারিক তাঁর সংগঠনের কাজকর্মে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করে তুলতে পারেন। বিবলিওগ্রাফিক বর্গীকরণের সূত্র গ্রন্থাগারিকের জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সুসংজ্ঞিত করার কাজকে স্পষ্ট করার জন্যই রঙ্গানাথন ! 'বিষয়-বিশ্ব' (Universe of Subjects) কথাটি চালু করেন।

২.৯ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

১। ক্যাটেগরি বলতে কী বোঝেন ? ব্যাখ্যা করুন ?

২। ফ্যাসেট কথাটি উদাহরণসহযোগে বোঝান।

৩। বিশ্বজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত কে ঘটান ?

৪। জ্ঞানের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করুন।

২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. Langride, D. W. Classification : its kinds, elements, systems and applications. Bowker Sour. 1992

২. Ranganathan, S. R. : Prologomena to library classification. 3rd ed. Bombay, Asia Publishing, 1967